Islamic Religious Council of Singapore

Khutbah on Lunar Eclipse

3 March 2026M / 14 Ramadan 1447H

চন্দ্রগ্রহণ – সৃষ্টিকর্তার মহিমার এক অনন্য নিদর্শন

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلْقَائِلِ فِي كِتَابِهِ ٱلْعَزِيزِ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

এই বরকতময় রমযানের রাতে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মহিমার আরেকটি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছি—চন্দ্রগ্রহণ। যে চাঁদ সাধারণত উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত থাকে, আজ তা ম্লান হয়ে দেখা দিয়েছে। যেন সে আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করতে আহ্বান জানায়: আমাদের অন্তরের ঈমানের আলো কি আরও উজ্জ্বল হচ্ছে, নাকি তা গাফেলতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে?

সম্মানিত সুধী,

রাসূলুল্লাহ (সঃ)একবার বলেছেন, "নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র কারও মৃত্যু বা জীবনের কারণে গ্রহণগ্রস্থ হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে, তখন নামাজে দাঁড়াবে এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করবে" (বর্ণনা করেছেন ইমাম আল-বুখারি)

অতএব, আমাদের উচিত কুসংস্কার বা ভিত্তিহীন ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। ইসলাম আমাদেরকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বুঝতে শিক্ষা দেয় এবং ঈমানের মাধ্যমে তা অন্তরে ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

গ্রহণ কেবল একটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা নয়; এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার মহিমা ও ক্ষমতার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। বিশেষ করে এই রমযান মাসে—যা আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আত্মগঠনের মাস। যেমন চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় আচ্ছন্ন হতে পারে, তেমনি মানুষের অন্তরও পাপ ও গাফেলতির কারণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং, আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমাদের রোজা কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং তা যেন হয় অন্তরকে সকল প্রকার অন্ধকার থেকে পরিশুদ্ধ করার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা।

যেমন গ্রহণ কেটে যায় এবং চাঁদের আলো পুনরায় উদ্ভাসিত হয়, তেমনি যে অন্তর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তা তওবা ও ইখলাসের আলোয় আবারও আলোকিত হয়ে ওঠে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯০–১৯১-এ বলেন,

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে (বলে): 'হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র, অতএব আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'"

সম্মানিত সুধী,

গ্রহণ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই মহাবিশ্বের প্রতিটি কিছুই আল্লাহর হুকুম ও তাকদিরের অধীনে পরিচালিত হয়। আমাদের জীবনও তেমনি তাঁরই নির্ধারিত বিধানের অধীন। প্রতিটি অতিবাহিত

মুহূর্ত আর কখনও ফিরে আসবে না। তাই রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলোকে কাজে লাগাই—বেশী কওরে দোয়া পাঠ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অন্যান্য ইবাদতে অধিক মনোনিবেশ করে।

রমযানের নূর আমাদের অন্তর ও সমগ্র জীবনকে আলোকিত করুক। আর তাঁর মহিমার যে প্রতিটি নিদর্শন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা যেন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আরও নিকটবর্তী করে তোলে।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمّا بَعْدُ، فَيا عِبادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ المُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قالَ فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ ساداتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِينَ، وَتابِعِي التّابِعِينَ، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَنَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ

يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.